যুগান্তর

DEC. 0 4 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ৩ ...

ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা হলে ওঠেনি : ঢাবি কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে সংশয়

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ ও জহুরুল হক হলে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা গতকাল ওঠার কথা থাকলেও তারা ওঠেননি। এজন্য তারা কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করেছেন। ফলে হলে হলে ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের সহাবস্থানের মাধ্যমে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। গত ১৩ নভেম্বর ছাত্রদল ওই দুটি হল থেকে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের বিতাড়িত করে তাদের একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ছাত্রলীগের প্রতিবাদের কারণে কর্তৃপক্ষ আলোচনার উদ্যোগ নেয় যার ধারাবাহিকতায় গতকাল ওই দুটি হলে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের তুলে দেয়ার

ঢাবি : পৃষ্ঠা : ৬ কলাম : ৮

ঢাবি : ছাত্রলীগ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কথা ছিল।

ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক একেএম আজিম অভিযোগ করেছেন, 'আমাদের দাবি অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ পুলিশ-বিডিআরের সহায়তায় হল খালি করার ব্যবস্থা নেননি। অথচ ছাত্রদলও এ দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল।' ছাত্রলীগ কর্তৃক কর্তৃপক্ষকে দেয়া জহুরুল হক হলের ৫৭ জনের তালিকা থেকে ১৪ জন এবং জগন্নাথ হলের ১২৭ জনের মধ্যে ৩৭ জনের বৈধতা রয়েছে বলে হল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। গতকাল বৈধ ছাত্রদেরই হলে তোলার সিদ্ধান্ত ছিল।

গতকাল বেলা ১১টার দিকে জহুরুল হক হলে গিয়ে দেখা গেছে প্রক্টর নজরুল ইসলাম হলের প্রভোস্ট-হাউজ টিউটরদের নিয়ে প্রভোস্ট কক্ষে বসে আছেন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যদের দেখা যায়নি। হল কর্তৃপক্ষ রুমে রুমে ছাত্রদের প্রতি হল খালি করার নির্দেশ সংবলিত একটি নোটিশ পাঠান এবং সংকেত হিসাবে ঘণ্টা বাজানো হয়। কিন্তু এতে ছাত্ররা কোন সাড়া দেয়নি। পরে প্রক্টর নজরুল ইসলাম তার অফিসে ফিরে আসেন। কেন পুলিশ-বিডিআর দিয়ে হল খালি করার ব্যবস্থা নেয়া হয়নি– এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, 'যদি আমরাই সে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারি তবে কেন তাদের সাহায্য নেব। বরং ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে কোন সাড়া পাইনি।' এদিকে জগন্নাথ হল কর্তৃপক্ষ গতকাল সকালে ছাত্রদল নেতাকর্মীদের চাপের কারণে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের হলে তুলতে রাজি হননি বলে জানা গেছে।